আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদিস নাম্বারঃ ৩৪৮

৫. সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১২) নারীদের গৃহে নামায আদায় ও গৃহে অবস্থান করার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ এবং ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন

ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها وترهيبهن من الخروج منها

আরবী

(حسن لغيره) ورواه ابن خزيمة في صحيحه من رواية إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إن أحب صلاة الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً..

বাংলা

৩৪৮. (হাসান লি গাইরিহী) ইবনে খোযাইম আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ’’নারীর নামায আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয় ঐ স্থানে যেটা তার বাড়ীর অন্ধকারে (বা গহীন স্থানে) আদায় করা হয়।’’ (ইবনে খুযায়মা ৩/৯৬)

ইবনে খুযায়মার অপর বর্ণনায় বলা হয়ঃ

(মাওকূফ সূত্রে সহীহ) তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেনঃ

"إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسٍ فَيَسْتَشْرِفُهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلا أَعْجَبْتِهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً، أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا".

’’নারীরা পর্দার বস্তু বা গোপন বস্তু। নিশ্চয় কোন নারী যখন গৃহ থেকে বের হয় তখন কোন অসুবিধা থাকে না। অতঃপর শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে দেখে এবং বলে তুমি যেখান দিয়েই যাচ্ছো তোমাকে দেখে সবাই আশ্চার্যান্বিত হচ্ছে এবং তোমার প্রতি আসক্ত হচ্ছে।[1] নারী যখন নিজের পোষাক পরিধান করে তখন তাকে বলা হয় কোথায় যাচ্ছো? সে বলে আমি অসুস্থ ব্যক্তির সুশ্রূষা করতে অথবা জানাযায় উপস্থিত হতে বা কোন মসজিদে নামায আদায় করতে যাচ্ছি। অথচ নারী নিজ গৃহে ইবাদত করে তার পালনকর্তার কাছে যে মর্যাদা লাভ করবে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা অন্য কোথাও লাভ করবে না।’’

(হাদীছটির সনদ হাসান, মাযমাউল যাওয়ায়েদ ২/৩৫)

ফুটনোট

[1] . শায়খ আলবানী বলেনঃ এটা তো হচ্ছে জিন শয়তানের কথা। মানুষরূপী শয়তানদের ব্যাপারে কি ধারণা করতে পারেন? বিশেষ করে আমাদের এই যুগের মানুষ শয়তানদের আচরণ? এরা নারীদের জন্য হাজার জিন শয়তান থেকে অধিক ক্ষতিকর। কেননা বর্তমান যুগের অধিকাংশ যুবকের ব্যক্তিত্ব নেই, নেই আল্লাহর ভয় ও ধর্মীয় শাসন, মান-সম্মানের বালাই নেই, মানবতা এদের কাছে কল্পকাহিনী। ওরা নারীদেরকে ভয়ানকভাবে ত্যাক্ত-বিরক্ত করে। যা তাদের ঘৃণ্য চরিত্র, নিকৃষ্টতা ও অধঃপতনের প্রমাণ বহণ করে। অভিভাবকগণ যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তবে তাদের উপর ওয়াজেব হচ্ছে এই ফাসেক, বন্য ও কুলঙ্গারদেরকে আদব শিক্ষা দেয়া ও তাদের ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী বর্ণনাকারীঃ আবুল আহওয়াস (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=88119

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন